manupatra®

Bengali

AWAAZ

www.manupatra.com

JUSTICE adda

কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাষ্ট্র

মনু/এস.সি./০৪৪৫/৭৯৭৩

তথ্যসমূহ

স্বামী শ্রী এইচ.এইচ কেশবানন্দ ভারতী, "এডনিয়ার মুট" এর প্রধান, কেরল সরকারের ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইনের উপর সীমাবদ্ধতা যোগ করার চ্যালেঞ্জ করেন। প্রধানত, জমি সংশোধন আইনের আওতায় ধর্মীয় জমির পরিচালনা করার অধিকারের জন্যে আর্টিকেল ২৬ অধীনে একটি আবেদন জমা করেন তিনি।

১৯৭১-৭২ সালে সংবিধানটি সংশোধিত হয় এবং এর ফলে নবম তালিকায় নিম্নলিখিত আইনগুলি যোগ করা হয়েছেঃ

- কেরল ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন, ১৯৬৯ (কেরল আইন ৩৫, ১৯৬৯ এর সংশোধন)।
- কেরল ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন, ১৯৭১ (কেরল আইন ২৫, ১৯৭১ এর সংশোধন)।

তারপর আবেদনকারী সংবিধানিক সংশোধনের বিরুদ্ধে আরও অন্য ধারাতে কে মামলা দায়ের করেন সংশোধনগুলি কে চ্যালেঞ্জ করার জন্য।

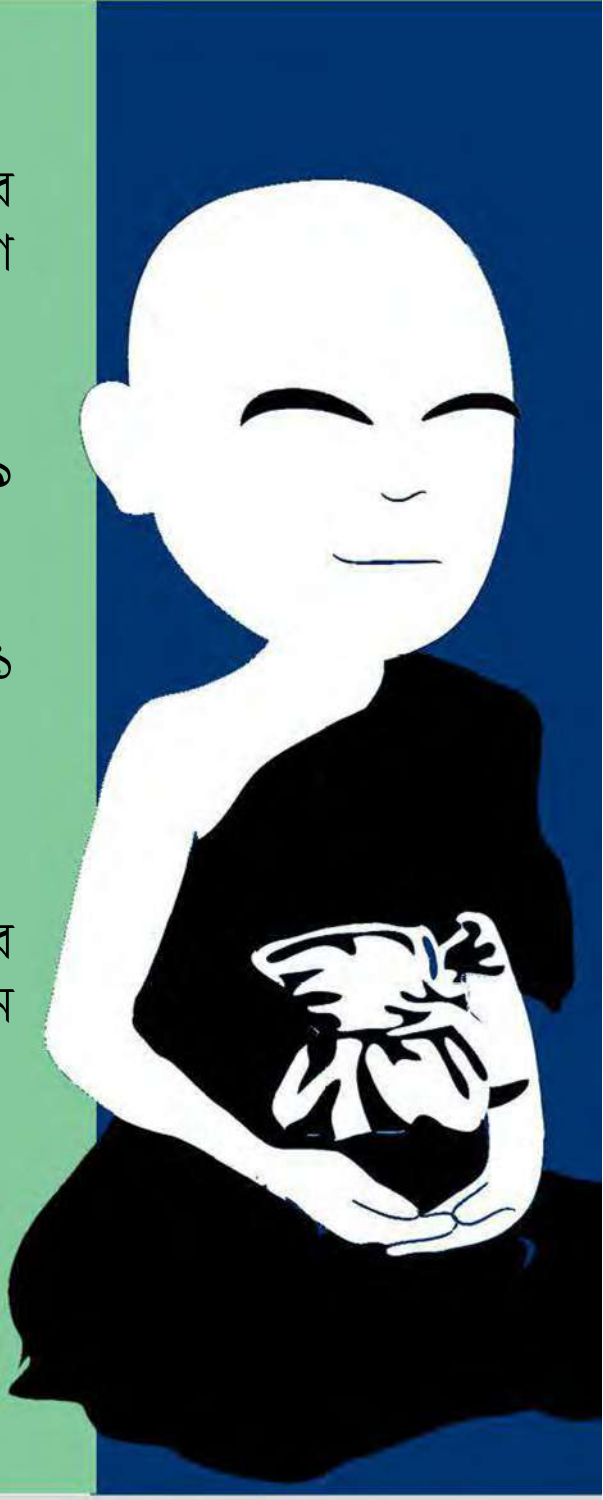

আইনের প্রশ্ন

সংবিধানের ধারা ৩৬৮ দ্বারা প্রদত্ত সংশোধনী ক্ষমতার কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা, সংবিধানিক ধারার ১৩ (২) র মাধ্যমে জানা যায় (এ ধারা রাষ্ট্রকে কোনও আইন তৈরি করতে বাধা প্রদান করে যা অধিবাসী দের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষতি করতে পারে)।

বিচার

সুপ্রিম কোর্ট গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র মামলার রায় পর্যালোচনা করে এবং ২৪তম, ২৫তম, ২৬তম এবং ২৯তম সংশোধনীগুলির বৈধতা পর্যালোচনা করে। মামলাটি একটি সংবিধানিক বেঞ্চের ১৩জন বিচারকগনের দ্বারা শুনানি হয়। একটি তীব্র ভাবে বিভক্ত রায়ে, ৭-৬ অংশে, আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে সংসদ ভবনের কাছে "প্রশাসনিক" ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এমন ক্ষমতা নেই যে সংবিধানের মৌলিক উপাদান গুলিকে বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করা যায়।

- সুপ্রিম কোর্ট গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র মামলার রায় পর্যালোচনা করে এবং ২৪তম, ২৫তম, ২৬তম এবং ২৯তম সংশোধনীগুলির বৈধতা পর্যালোচনা করে। মামলাটি একটি সংবিধানিক বেঞ্চের ১৩জন বিচারকগনের দ্বারা শুনানি হয়। একটি তীব্র ভাবে বিভক্ত রায়ে, ৭-৬ অংশে, আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে সৎসদ ভবনের কাছে "প্রশাসনিক" ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু এই ক্ষমতা নেই যে সংবিধানের মৌলিক উপাদান গুলিকে বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধ্বংস করা যায়।

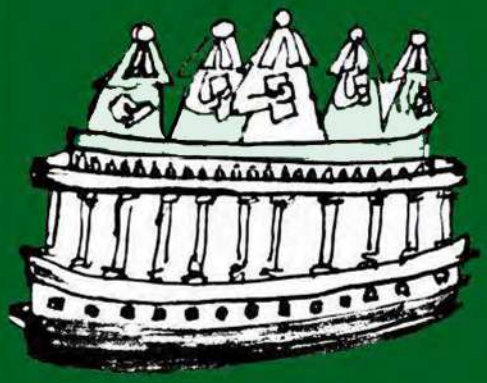

- গোলাকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র, এয়ার ১৯৬৭ এস.সি. ১৬৪৩ (যেখানে ঘোষণা হয়েছিল যে মৌলিক অধিকারগুলি পার্লামেন্টের সংশোধনী ক্ষমতার বাইরে থাকে) র রায় পরিবর্তন করা হয়েছিল। সংবিধান (চব্বিশতম সংশোধন) আইন, ১৯৭১ (যা পার্লামেন্টের কাছে সংবিধানের যে কোনও অংশ সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করে) কে বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। সংশোধিত রূপে সংস্থান ৩৬৮ বৈধ ছিল, কিন্তু এটি পার্লামেন্টের কাছে কোনও ক্ষমতা প্রদান করেনি যে সংবিধানের মৌলিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামোকে পরিবর্তন করা যাবে। তবে, আদালত কোনও পূর্ণব্যাখ্যার মাধ্যমে জানায় নি যে মৌলিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বোঝায়, একইভাবে কিছু বিচারকরা কিছু উদাহরণ দিয়েছিলেন। সংশোধনী আইন ৩১সি-র সাংবিধানিক অবৈধতা ঘোষণা হয়েছিল।

এইচ আর খান্না, বিচারপতি:

"সংবিধান একটি গেট নয়, বরং একটি পথ। সংবিধানের নিম্নলিখিত প্রস্তুতকরণের মধ্যে বোধগম্য যে জিনিসগুলি স্থান থামা নয়, বরং চলতে থাকে, জীবনের একটি প্রগতিশীল জাতির, যেমন একজন ব্যক্তি স্থানমত স্থায়ী এবং বন্ধনগ্রস্ত নয়, বরং গতিশীল এবং চটকপূর্ণ। একটি সংবিধান তাহলে প্রশাসনের কাজে প্রয়োগ এবং পরীক্ষার জন্য যথার্থ সুযোগ ব্যবস্থা করতে পারে। একটি সংবিধান, এটি কল্পিত ভাষাব্যাকরণের জন্য নয়, বরং জনগণের জীবনের আদেশ সাধনের মাধ্যম।"

এস.এম. সিকরি, প্রধান বিচারপতি মো:

"সংবিধানের প্রতিটি বিধান সংশোধন করা যাতে সংসদের মৌলিক বিভাগ এবং গঠন যথেষ্ট থাকূ সম্ভব। মৌলিক গঠন নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পরিস্ত্রিত করা যেতে পারে:

• সংবিধানের প্রধানতা;
• গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রিক সরকারের গঠন;
• ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সুচনা;
• সংসদ, কার্যপালিকা এবং বিচারবিভাগ মধ্যে বিভাজন;
• সংবিধানের ফেডারেল স্বরূপ।

উপরোক্ত গঠনটি মৌলিক ভিত্তি উপর নির্মিত, অর্থাৎ ব্যক্তির মর্যাদা এবং স্বাধীনতা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোনও সংশোধনের মাধ্যমে নষ্ট করা যায় না।"